প্রশ্ন ৪৪। স্বাধীনতা বলতে কী বোঝায়?

উত্তর। স্বাধীনতার ইংরেজি প্রতিশব্দ 'Liberty' কথাটি এসেছে ল্যাতিন শব্দ 'Liber' থেকে, যার অর্থ স্বাধীন। শব্দগত অর্থে স্বাধীনতা বলতে বোঝায় নিজের ইচ্ছামত কাজ করার অবাধ বা অনিয়ন্ত্রিত ক্ষমতা। হব্‌স, লক্, এ্যাডাম স্মিথ, বেন্থাম, স্পেন্সার, মিল প্রমুখ রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা স্বাধীনতা বলতে সকল প্রকার বাধানিষেধের অনুপস্থিতিকে বুঝিয়েছেন।

ল্যাস্কি, বার্কার প্রমুখ আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা স্বাধীনতার উপরোক্ত নেতিবাচক সংজ্ঞাকে গ্রহণ করেন নি, কারণ তাঁদের মতে, অবাধ স্বাধীনতা স্বেচ্ছাচারিতার নামান্তর। বিনা বাধায় যা খুশি করার অধিকার স্বীকৃত হলে সমাজ উচ্ছৃঙ্খলতায় ভরে উঠবে এবং স্বাধীনতা কেবলমাত্র মুষ্টিমেয় সবল ব্যক্তির করায়ত্ত হবে। বার্কার, ল্যাস্কি প্রমুখেরা স্বাধীনতাকে ইতিবাচক অর্থে ব্যাখ্যা করার পক্ষপাতী। ল্যাস্কি বলেন, 'স্বাধীনতা বলতে আমি বুঝি সেই পরিবেশের সযত্ন সংরক্ষণ, যে পরিবেশে মানুষ তার ব্যক্তিসত্তাকে পরিপূর্ণভাবে বিকশিত করতে পারে' ("By liberty I mean the eager maintenance of that atmosphere in which men have the opportunity to be their best selves."—Laski)। স্বাধীনতার উপযোগী এই পরিবেশ সৃষ্টি হয় কতকগুলি বাহ্যিক অবস্থার সংরক্ষণের দ্বারা। আর এই বাহ্যিক অবস্থাগুলি সৃষ্ট ও সংরক্ষিত হয় অধিকারের দ্বারা। অর্থাৎ অধিকারের দ্বারাই

স্বাধীনতার পরিবেশ রচিত হয়। তাই ল্যাস্কির মতে, 'স্বাধীনতা হল অধিকারের ফল' ("Liberty is the product of rights.")।

স্বাধীনতা একটি আইনগত ধারণা এবং কেবলমাত্র রাষ্ট্রের মধ্যে স্বাধীনতার উপলব্ধি সম্ভবপর হয়। রাষ্ট্র আইনের দ্বারা এমন একটি পরিবেশ রচনা করে যেখানে ব্যক্তি তার স্বাধীনতা ভোগ করতে পারে। এই কারণে স্বাধীনতা অবাধ বা অনিয়ন্ত্রিত হতে পারে না। বার্কার বলেছেন, "রাষ্ট্রের মধ্যে স্বাধীনতা বা আইনগত স্বাধীনতা কখনই প্রত্যেকের অবাধ স্বাধীনতা হতে পারে না ; এ হল সবসময় সকলের জন্য শর্ত সাপেক্ষ স্বাধীনতা" ("Liberty in the state or legal liberty is never absolute liberty of each but always the qualified liberty of all."—Barker)। স্বাধীনতার উপযোগী এই পরিবেশ সৃষ্টি ও সংরক্ষিত হতে পারে রাষ্ট্রীয় আইনের দ্বারা।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, স্বাধীনতার সঙ্গে রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের বা নিয়ন্ত্রণের কোন বিরোধ নেই, কারণ রাষ্ট্র আইনের মাধ্যমে স্বাধীনতার উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি করে। ফরাসী দার্শনিক রুশো (Rousseau)-র মতে, আইনের প্রতি আনুগত্যই হল স্বাধীনতা ('Obedience to law.....is liberty.')। অনুরূপভাবে জার্মান দার্শনিক হেগেলের মতে, রাষ্ট্রের প্রতি বশ্যতা স্বীকার করেই কেবলমাত্র ব্যক্তিমানুষ পায় যথার্থ স্বাধীনতার স্বাদ। কারণ, রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্যশীল থেকে ব্যক্তি-মানুষ তার যুক্তিহীন আবেগের ওপর নির্ভরতা থেকে মুক্তি পায়।

অধ্যাপক ল্যাস্কি স্বাধীনতার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করলেও রাষ্ট্র তথা রাষ্ট্রীয় আইনের নিকট দ্বিধাহীন আনুগত্যশীলতাকে স্বাধীনতার শর্ত বলে মানতে নারাজ। স্বাধীনতার ওপর কিছু কিছু নিয়ন্ত্রণ কাম্য হলেও প্রয়োজনাতিরিক্ত নিয়ন্ত্রণ ব্যক্তিত্ব বিকাশের সহায়ক না হয়ে পরিপন্থী হতে পারে। তাই ব্যক্তির স্বাধীনতা ও রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করা দরকার।

প্রশ্ন ৪৫। আধুনিক রাষ্ট্রে স্বাধীনতার রক্ষাকবচগুলি কী কী? *[B.U. '90, '92, '95, '01, '03]*

উত্তর। অধ্যাপক ল্যাস্কি বলেছেন, সংরক্ষণের বিশেষ ব্যবস্থা ছাড়া অধিকাংশ লোকের স্বাধীনতা ভোগ সম্ভব নয় ("Freedom.....will not be achieved for the mass of man save under special guarantees."—Laski)। বর্তমানে বিভিন্ন রাষ্ট্রে স্বাধীনতা সংরক্ষণের জন্য যেসব রক্ষাকবচের ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়ে থাকে সেগুলি হল ঃ

(১) সংবিধানে মৌলিক অধিকারের ঘোষণা ঃ সংবিধানে মৌলিক অধিকারসমূহ লিপিবদ্ধ করা এবং ঐসব অধিকার ভঙ্গ হলে তার প্রতিবিধানের উপযুক্ত ব্যবস্থা রাখা স্বাধীনতার অন্যতম রক্ষাকবচ হিসাবে স্বীকৃত। মৌলিক অধিকারগুলি লিপিবদ্ধ থাকলে নাগরিকগণ ঐগুলি সম্পর্কে সচেতন হতে পারে এবং অধিকারগুলির মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। সরকার যদি ঐ সব অধিকার ভঙ্গ করে তাহলে নাগরিকগণ তাদের অধিকার রক্ষার জন্য আদালতের আশ্রয় নিতে পারে।

(২) আইনের অনুশাসন ঃ ব্রিটেনের ন্যায় যেসব দেশে লিখিত সংবিধান নেই, সেখানে ব্যক্তি-স্বাধীনতার রক্ষাকবচ হিসাবে আইনের অনুশাসনের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। আইনের অনুশাসন বলতে আইনের প্রাধান্য ও আইনের দৃষ্টিতে সাম্যকে বোঝায়।

(৩) ক্ষমতা-স্বতন্ত্রীকরণ ঃ সরকারের সকল ক্ষমতা একই ব্যক্তির হাতে কেন্দ্রীভূত থাকলে স্বৈরাচারিতা প্রশ্রয় পাবে এবং ব্যক্তিস্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হবে। তাই আইন প্রণয়ন, শাসন

ও বিচারকার্য পরিচালনার দায়িত্ব যথাক্রমে আইনবিভাগ, শাসনবিভাগ ও বিচার বিভাগের হস্তে ন্যস্ত করা উচিত।

(৪) স্বাধীন ও নিরপেক্ষ বিচারালয় ঃ স্বাধীন ও নিরপেক্ষ বিচার বিভাগের অস্তিত্বকে ব্যক্তি-স্বাধীনতা রক্ষার একটি আবশ্যিক শর্ত বলে মনে করা হয়।

(৫) দায়িত্বশীল শাসনব্যবস্থা ঃ দায়িত্বশীল শাসনব্যবস্থায় সরকার তার যাবতীয় কাজের জন্য আইনসভা এবং তার মাধ্যমে জনগণের কাছে দায়িত্বশীল থাকে। তাছাড়া আইনসভায় বিরোধী দলের অস্তিত্ব থাকার জন্য সরকার স্বৈরাচারী হতে পারে না বা ব্যক্তি-স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করতে পারে না। সরকার ভুল করলে বা জনবিরোধী কাজ করলে বিরোধী দলগুলি সেগুলি জনসমক্ষে তুলে ধরে এবং জনমতকে নিজেদের সপক্ষে আনতে সচেষ্ট হয়। তাই সরকার কখনও ব্যক্তিস্বাধীনতা বিরোধী কাজ করতে সাহস পায় না।

(৬) অন্যান্য ঃ এছাড়া, ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ, সদাসতর্ক জনমত, গণভোট, গণউদ্যোগ, প্রত্যাহার (recall) প্রভৃতিকে স্বাধীনতার অন্যান্য রক্ষাকবচ বলে গণ্য করা হয়।

তবে মার্কসবাদীদের মতে, স্বাধীনতার সর্বশ্রেষ্ঠ রক্ষাকবচ হল শ্রেণীহীন শোষণহীন সাম্যবাদী সমাজব্যবস্থা।

প্রশ্ন ৪৬। আইন ও স্বাধীনতার মধ্যে সম্পর্ক নির্ণয় কর। অথবা, তুমি কী মনে কর যে আইন স্বাধীনতার শর্ত? *[B.U. 2003]*

উত্তর। সাধারণভাবে সাবধীনতা বলতে নিজের খুশিমত যা কিছু করবার অবাধ ক্ষমতাকে বোঝায়। অন্যদিকে আইন হল মানুষের বাহ্যিক আচার-আচরণ নিয়ন্ত্রণকারী এবং সার্বভৌম শক্তির দ্বারা সমর্থিত ও প্রযুক্ত নিয়মাবলী। সুতরাং আপাতদৃষ্টিতে আইন ও স্বাধীনতাকে পরস্পর বিরোধী বলেই মনে হয়। জন স্টুয়ার্ট মিল, হার্বার্ট স্পেনসার, লর্ড ব্রাইস প্রমুখ রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মতে, আইন ও স্বাধীনতার পরস্পর-বিরোধী, একটির আধিক্য দেখা দিলে অপরটি সংকুচিত হয়ে পড়ে।

কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে আইন স্বাধীনতার পরিপন্থী নয়, বরং সহায়ক ও সংরক্ষক। অবাধ ও অনিয়ন্ত্রিত স্বাধীনতা স্বেচ্ছাচারিতার নামান্তর। স্বাধীনতা নিয়ন্ত্রিত না হলে সবলের অত্যাচারে দুর্বলের স্বাধীনতা এবং শক্তিশালী রাষ্ট্রের আক্রমণে দুর্বল রাষ্ট্রগুলির স্বাধীনতা বিপন্ন হয়ে পড়বে। অবাধ স্বাধীনতা স্বীকৃত হলে সমাজে কেবলমাত্র মুষ্টিমেয় শক্তিশালী ও বুদ্ধিমান ব্যক্তি স্বাধীনতা ভোগ করবে, আর সংখ্যাগরিষ্ঠ দুর্বল জনগণ আত্মবিকাশের উপযোগী সকল সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত হবে। তাই সকলের জন্য স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে হলে নিয়ন্ত্রণ অবশ্যই প্রয়োজন। রাষ্ট্র আইনের মাধ্যমে এই নিয়ন্ত্রণ আরোপ করে। রাষ্ট্র আইনের মাধ্যমে যথেচ্ছাচারের স্বাধীনতার ওপর বাধানিষেধ আরোপ করে জনগণের স্বাধীনতা রক্ষার গুরুদায়িত্ব পালন করে।

আইন কেবল স্বাধীনতাকে রক্ষাই করে না, সম্প্রসারিতও করে। উদাহরণস্বরূপ বর্তমানে বিভিন্ন রাষ্ট্রে যে শ্রমিক কল্যাণকর আইনগুলি প্রচলিত হয়েছে এবং হচ্ছে, সেগুলি শ্রমিকদের স্বাধীনতাকে যথেষ্ট সম্প্রসারিত করেছে। ফ্যাক্টরী আইন, শ্রমিক নিরাপত্তামূলক আইন প্রভৃতি প্রণয়ন করে রাষ্ট্র শ্রমিকের কাজের শর্ত নির্দিষ্ট করতে পারে, বৃদ্ধ, অসুস্থ ও অক্ষম অবস্থায় ভাতা দেবার ব্যবস্থা করতে পারে। এরূপ আইনের ফলে মালিকদের স্বাধীনতা কিছুটা সংকুচিত হয় সত্য, কিন্তু লক্ষ লক্ষ শ্রমিক মালিকদের শোষণ থেকে অনেকটা মুক্তি পায়। আইনের দ্বারা ব্যবসায়ীর স্বাধীনতাকে খর্ব না করলে ভোক্তার স্বাধীনতা রক্ষা অসম্ভব হয়ে পড়ে। এইভাবে আইন স্বাধীনতাকে রক্ষা করে। এই প্রসঙ্গে বার্কার (Barker) বলেছেন,

"প্রত্যেকের স্বাধীনতার প্রয়োজনীয়তা অন্য সকলের স্বাধীনতার প্রয়োজনীয়তার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও সীমাবদ্ধ" ("The need of liberty for each is necessarily qualified and conditioned by the need of liberty of all.")।

বস্তুতপক্ষে অবাধ স্বাধীনতাকে নিয়ন্ত্রিত করে, সবলের অত্যাচার থেকে দুর্বলকে রক্ষা করে, শাসকগোষ্ঠীর স্বেচ্ছাচারিতাকে দমন করে আইন এমন এক পরিবেশ রচনা করে যেখানে ব্যক্তি তার ব্যক্তিত্ব বিকাশের যথার্থ সুযোগ পায়। রাষ্ট্রবিজ্ঞানী রিচি (Ritchie)-র ভাষায়, "স্বাধীনতা বলতে যদি আত্মবিকাশের জন্য আবশ্যক সুযোগ-সুবিধা বোঝায়, তবে তা অবশ্যই আইনের দ্বারা সৃষ্ট।"

সুতরাং দেখা যাচ্ছে আইন ও স্বাধীনতা পরস্পর বিরোধী নয়, বরং একে অপরের পরিপূরক। তাই বলা হয়, "আইন হল স্বাধীনতার শর্ত" (Law is the condition of liberty.)। তবে ল্যাস্কি (এবং মার্কসবাদীরা) বলেছেন, অর্থনৈতিক স্বাধীনতা না থাকলে সামাজিক ও রাজনৈতিক স্বাধীনতা মূল্যহীন হয়ে পড়ে। তাই বলা যেতে পারে, একমাত্র শ্রেণীহীন, শোষণহীন, সাম্যভিত্তিক সমাজেই আইন স্বাধীনতার শর্ত হয়ে উঠতে পারে।

প্রশ্ন ৪৭। সাম্য বলতে কী বোঝায়? *[B.U. '98]*

উত্তর। সাধারণভাবে সাম্য বলতে বোঝায় সকল মানুষই সমান। তাই প্রতিটি মানুষ অন্যের ন্যায় সমান অধিকার, সমান সুযোগ সুবিধা ও স্বাধীনতা ভোগের অধিকারী। কিন্তু বাস্তবে সকল মানুষ সমান হতে পারে না। শক্তি, সামর্থ্য, বুদ্ধি ইত্যাদির দিক থেকে মানুষে মানুষে পার্থক্য থাকবেই। সুতরাং সাম্য বলতে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে সকলের অভিন্নতা বোঝাতে পারে না। অধ্যাপক ল্যাস্কি (Laski) বলেছেন, মানুষের যোগ্যতা, অভাব ও প্রয়োজনের মধ্যে যতদিন পার্থক্য থাকবে ততদিন পর্যন্ত চূড়ান্তভাবে ব্যবহারের সমতা থাকতে পারে না। সুতরাং সাম্য বলতে কখনই ব্যবহারের অভিন্নতাকে (identity of treatment) বোঝায় না। ল্যাস্কি বলেছেন, সমাজ যদি একজন গণিতজ্ঞ এবং একজন রাজমিস্ত্রিকে সমান মর্যাদা বা স্বীকৃতি দান করে তাহলে সমাজের উদ্দেশ্য ব্যাহত হবে। মানুষে মানুষে যোগ্যতা ও কর্মশক্তির ক্ষেত্রে পার্থক্য রয়েছে বলে প্রত্যেকে রাষ্ট্রের কাছ থেকে সমান সুযোগ-সুবিধা বা ব্যবহার দাবি করতে পারে না।

এখন প্রশ্ন হল সাম্য বলতে ঠিক কী বোঝায়? অধ্যাপক ল্যাস্কির মতে, "সাম্য বলতে প্রাথমিকভাবে বোঝায় বিশেষ সুযোগ-সুবিধার অনুপস্থিতি" ("Equality means first of all the absence of special privilege.")। এর অর্থ হোল, সমাজের কোনো লোক বিশেষ সুযোগ-সুবিধা ভোগ করতে পারবে না ; রাষ্ট্রের কাছে বা আইনের চোখে সকলেই সমান।

আবার ইতিবাচক অর্থে সাম্য বলতে বোঝায় সকলের জন্য পর্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা ("...adequate opportunities are laid open to all."—Laski)। পর্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধা বলতে সমান সুযোগ-সুবিধা বোঝায় না, বোঝায় এমন একটি পরিবেশকে যেখানে প্রত্যেকে তার প্রতিভা ও যোগ্যতার বিকাশ ঘটাতে পারবে।

অধ্যাপক বার্কার (Barker)-এর মতে, সমতার অর্থ হল প্রত্যেক ব্যক্তি তার দক্ষতা প্রকাশের ক্ষেত্রে অন্য সকলের মত সমান সুযোগের অধিকারী। অর্থাৎ সুযোগ পাবার ক্ষেত্রে সকলেই সমান, কিন্তু সেই সুযোগের সদ্ব্যবহার না করে যদি কেউ পিছিয়ে যায় তখন রাষ্ট্রের কিছু করার নেই। বার্কারের মতে, সাম্য হল শুরু, শেষ নয় ; শেষ নির্ভর করছে ব্যক্তিবিশেষের ওপর।

ল্যাস্কির মতে, সকলের জন্য পর্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হলে সম্পদের ক্ষেত্রে সমতা প্রয়োজন, কারণ যেখানে সম্পদের ক্ষেত্রে প্রকট বৈষম্য বিদ্যমান, সেখানে সুযোগের ক্ষেত্রে বৈষম্য থাকতে বাধ্য। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য, ল্যাস্কির মতে, মানুষের অত্যাবশ্যক প্রয়োজন পূরণের বিষয় পর্যন্ত সাম্যনীতি গ্রহণযোগ্য, তারপর আর তাকে গ্রহণ করা যায় না, কারণ সকল ব্যক্তির কাজ করার উদ্যম ও যোগ্যতা সমান থাকে না। মার্কসবাদীদের মতে, প্রকৃত সাম্য প্রতিষ্ঠা করতে গেলে সমাজে বৈষম্য সৃষ্টির যেটি মূল কারণ (ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও শোষণ), সেটিকে উৎখাত করতে হবে।

can be no real, actual equality until all possibility
class by another has been totally destroyed."।

প্রশ্ন ৬০। স্বাধীনতা ও সাম্যের মধ্যে সম্পর্ক আলোচনা কর। [Discuss the relation between liberty and equality.]

[T.U. 2002, V.U. '95, '98, 2000, N.B.U. 1982, '86, '97, '02, C.U. '99, 2000, '02, B.U. 1988, '92, '94, 2000]

উত্তর। স্বাধীনতা ও সাম্য এই দুটি আদর্শ মানুষের রাজনৈতিক জীবনে গভীর প্রভাব বিস্তার করেছে। এই দুটি আদর্শকে প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে যুগে যুগে মানুষ রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম করেছে। আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রাম এবং ফরাসী বিপ্লব উভয় ক্ষেত্রেই এই দুটি আদর্শকে যথেষ্ট গুরুত্ব পেতে দেখা গেছে। অথচ আশ্চর্যের কথা, স্বাধীনতা ও সাম্যের মধ্যে সম্পর্ক বিষয়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা একমত হতে পারেন নি।

লর্ড এ্যাক্টন (Lord Acton), টক্‌ভিল (Tocqueville), লেকি (Lecky), স্পেন্সার (H. Spencer), বেজহট (Begehot) প্রমুখ রাষ্ট্রচিন্তাবিদগণ স্বাধীনতা ও সাম্যের ধারণাকে পরস্পর-বিরোধী বলে মনে করেন। "Lecture on Liberty" গ্রন্থে এ্যাক্টন মন্তব্য করেছেন, "সাম্যের জন্য আবেগ স্বাধীনতার আশাকে ব্যর্থ করে (the passion for equality makes vain the hope for freedom.)।

স্বাধীনতা ও সাম্যকে পরস্পরবিরোধী বলে মনে করার পিছনে কাজ করে স্বাধীনতা ও সাম্যের প্রকৃতি সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা। স্বাধীনতা বলতে যদি ব্যক্তির খেয়াল-খুশি মত কাজ করার অবাধ ক্ষমতাকে বোঝায় তাহলে স্বাধীনতার সঙ্গে সাম্যের বিরোধ স্বাভাবিক। এধরনের মতের সমর্থকদের ধারণা হল এই যে, কঠোর নিয়ন্ত্রণমূলক ব্যবস্থা ছাড়া সাম্য আসতে পারে না। আর নিয়ন্ত্রণের অর্থই হল স্বাধীনতার সংকোচন। সুতরাং প্রতিটি ব্যক্তির পূর্ণ স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে হলে সাম্যের আশাকে ত্যাগ করতেই হয়।

বর্তমানে কেউ স্বাধীনতাকে ব্যক্তির অনিয়ন্ত্রিত ক্ষমতা বলে মনে করেন না। নিয়ন্ত্রণবিহীন স্বাধীনতা উচ্ছৃঙ্খলতা বা স্বেচ্ছাচারিতার নামান্তর। বর্তমানে স্বাধীনতা বলতে একটা বিশেষ

পরিবেশকে বোঝায় যেখানে প্রতিটি মানুষ তার ব্যক্তিত্ব বিকাশের সুযোগ পায়। এই পরিবেশ একমাত্র সকলের সমান অধিকারের ভিত্তিতেই সৃষ্টি হতে পারে। সমাজে বৈষম্যমূলক ব্যবস্থা থাকলে স্বাধীনতা মূল্যহীন হয়ে পড়ে। অর্থনৈতিক ও সামাজিক বৈষম্যের চোরাবালির ওপর স্বাধীনতার সৌধ নির্মাণ করা যায় না। সাম্য ও সমানাধিকারের ভিত্তিতেই প্রকৃত স্বাধীনতা উপলব্ধি করা যায়। এবিষয়ে মন্তব্য করতে গিয়ে **টনি** (R. H. Tawney) বলেছেন, "স্বাধীনতা বলতে যদি মানবতার নিরবচ্ছিন্ন সম্প্রসারণ বোঝায়, তাহলে সাম্যভিত্তিক সমাজ ছাড়া সেই স্বাধীনতা সম্ভব নয়।" অনুরূপভাবে অষ্টাদশ শতাব্দীর ফরাসী দার্শনিক **রুশো** (Rousseau) বলেছিলেন "সাম্য ছাড়া স্বাধীনতার অস্তিত্ব সম্ভব নয়।" (Liberty cannot exist without equality.)। মেটল্যাণ্ড (Maitland), গডউইন (Godwin), ল্যাস্কি, বার্কার প্রমুখ রাষ্ট্রবিজ্ঞানিগণ এবং মার্কসবাদী লেখকগণ এই মতের সমর্থক।

বস্তুত স্বাধীনতার ধারণাকে কার্যকর করতে সাম্যের প্রয়োজন অপরিহার্য। বাস্তবে স্বাধীনতা বলতে শুধুমাত্র ন্যূনতম পৌর ও রাজনৈতিক অধিকার বোঝায় না। স্বাধীনতা বলতে বোঝায় যারা অর্থনৈতিক দিক থেকে দুর্বল তাদের নিরাপত্তা বিধান, যাতে অন্যের দয়ার ওপর তাদের নির্ভরশীল হতে না হয়। তার জন্য শুধু রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নয়, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও অনেকটা পরিমাণে সাম্য দরকার। সুতরাং সাম্য স্বাধীনতার পরিপন্থী তো নয়ই, বরং স্বাধীনতার জন্য একান্ত আবশ্যক। **টনি** (Tawney)-র ভাষায়, "...a large measure of equality, so far from being inimical to liberty, is essential to it."।

মার্কসবাদী লেখকগণও সাম্যকে, বিশেষ করে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সাম্যকে, স্বাধীনতার অপরিহার্য শর্ত বলে মনে করেন, তাঁদের মতে ধনবৈষম্যমূলক সমাজে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অসাম্য-বৈষম্য থাকায় সকলের পক্ষে স্বাধীনতার প্রকৃত তাৎপর্য উপলব্ধি সম্ভব হয় না। এরূপ সমাজে মুষ্টিমেয় ধনিক শ্রেণীর দ্বারা সংখ্যাগরিষ্ঠ দরিদ্র জনগণ ক্রমশই শোষিত ও বঞ্চিত হতে থাকে। এই শেষোক্ত শ্রেণীর মানুষদের প্রকৃত স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত করতে হলে অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক প্রতিটি ক্ষেত্রে সাম্যাবস্থা প্রয়োজন। অর্থাৎ মার্কসবাদীদের মতে, শ্রেণীহীন, শোষণহীন, সাম্যবাদী সমাজই কেবলমাত্র স্বাধীনতার প্রকৃত পীঠস্থান হয়ে উঠতে পারে।

সমাজজীবনের সেই সকল অবস্থা যেগুলি ছাড়া ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব বিকাশ সম্ভব নয়। কর্তব্য পালনের মধ্য দিয়েই এই সুযোগ-সুবিধাগুলি ভোগ করার পরিবেশ সৃষ্টি হয়। কর্তব্য হল দায়িত্ব পালনের প্রতিশ্রুতি বা অঙ্গীকার।

দশম অধ্যায় ঃ স্বাধীনতা ও সাম্য

প্রশ্ন ১। স্বাধীনতা কাকে বলে?

অথবা,

স্বাধীনতা সম্পর্কে ল্যাস্কির মত উল্লেখ কর।

[C.U. '84, '88 ; V.U. '87 ; T.U. '89]

উত্তর। শব্দগত অর্থে স্বাধীনতা বলতে নিয়ন্ত্রণবিহীনতা বোঝায়। কিন্তু রাষ্ট্রবিজ্ঞানে স্বাধীনতাকে এইভাবে নেতিবাচক অর্থে ব্যবহার করা হয় না। রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ল্যাস্কির মতে, স্বাধীনতা বলতে সেই পরিবেশের সযত্ন-সংরক্ষণ বোঝায় যে পরিবেশে মানুষ তার ব্যক্তিসত্তাকে পরিপূর্ণভাবে বিকশিত করতে পারে। স্বাধীনতার উপযোগী এই পরিবেশ সৃষ্টি হয় অধিকারের দ্বারা। তাই স্বাধীনতা হল অধিকারের ফল।

প্রশ্ন ২। স্বাধীনতা সম্পর্কে মার্কসীয় ধারণাটি কী?

উত্তর। মার্কসবাদীদের মতে, স্বাধীনতার অর্থ বাধানিষেধের অপসারণ নয়, স্বাধীনতা হল মানুষের সামর্থ্য ও যোগ্যতার সর্বাঙ্গীন বিকাশ। তাঁদের মতে, পুঁজিবাদী সমাজে শ্রমবিভাগের ফলে মানুষের সর্বাঙ্গীন বিকাশ ব্যাহত হয়। সমাজতন্ত্রে মানুষের শ্রমবিভাগ জনিত দাসত্বের অবসান ঘটিয়ে প্রকৃত স্বাধীনতার উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টির প্রক্রিয়া শুরু হয় এবং সাম্যবাদী সমাজে সেই প্রক্রিয়া পূর্ণতা লাভ করে।

প্রশ্ন ৩। স্বাধীনতার ধারণার উদ্ভবের ক্ষেত্রে দুটি ঐতিহাসিক ঘটনা লেখ?

[C.U. '86]

উত্তর। স্বাধীনতার ধারণার উৎপত্তির ক্ষেত্রে দুটি ঐতিহাসিক ঘটনা হল ঃ

(ক) ফরাসী বিপ্লব (১৭৮৯) এবং (খ) আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রাম (১৭৭৬)।

প্রশ্ন ৪। স্বাধীনতা কয় প্রকার এবং কী কী? *[V.U. '89]*

উত্তর। বার্কার স্বাধীনতাকে মূলত তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করেছেন। (ক) পৌর স্বাধীনতা, (খ) রাজনৈতিক স্বাধীনতা এবং (গ) অর্থনৈতিক স্বাধীনতা। এছাড়া জাতীয় স্বাধীনতা, প্রাকৃতিক স্বাধীনতা এগুলিকেও কোনো কোনো রাষ্ট্রবিজ্ঞানী স্বাধীনতার অপর দুটি শ্রেণী হিসাবে উল্লেখ করেন।

প্রশ্ন ৫। স্বাধীনতার রক্ষাকবচগুলি উল্লেখ কর। *[C.U. '96 ; V.U. '89]*

উত্তর। স্বাধীনতার রক্ষাকবচগুলি হল ঃ (১) সংবিধানে মৌলিক অধিকারের ঘোষণা, (২) আইনের অনুশাসন, (৩) ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ, (৪) দায়িত্বশীল শাসনব্যবস্থা,

(৫) গণভোট, গণউদ্যোগ, পদচ্যুতি, (৬) স্বাধীন ও নিরপেক্ষ বিচারালয়, (৭) ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ, (৮) সদাসতর্ক জনমত, (৯) অর্থনৈতিক নিরাপত্তা ইত্যাদি।

প্রশ্ন ৬। অর্থনৈতিক স্বাধীনতা কাকে বলে?

উত্তর। সাধারণভাবে অর্থনৈতিক স্বাধীনতার অর্থ হল অভাব বা দারিদ্র্য থেকে মুক্তি, কাজ পাবার অধিকার, বার্ধক্যে অথবা অকর্মণ্য অবস্থায় অর্থনৈতিক নিরাপত্তার অধিকার, সর্বোপরি শোষণ থেকে মুক্তির অধিকার।

প্রশ্ন ৭। রাজনৈতিক স্বাধীনতা কাকে বলে?

উত্তর। নাগরিক হিসাবে বা রাষ্ট্রের সদস্য হিসাবে প্রাপ্ত অধিকারকে সাধারণভাবে রাজনৈতিক স্বাধীনতা বলে। এই স্বাধীনতা সরকারের ক্ষমতাকে সীমাবদ্ধ করার স্বাধীনতা নয়, বরং নিজের পছন্দ অনুযায়ী সরকার গঠন ও নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা। নির্বাচন করার অধিকার, নির্বাচিত হওয়ার অধিকার, সরকারকে সমালোচনার অধিকার ইত্যাদি রাজনৈতিক স্বাধীনতার অন্তর্গত।

প্রশ্ন ৮। পুঁজিবাদী সমাজে স্বাধীনতার প্রকৃতি ব্যাখ্যা কর।

উত্তর। পুঁজিবাদী সমাজে রাজনৈতিক ও সামাজিক স্বাধীনতাগুলি স্বীকৃতি দেওয়া হয়, কিন্তু অর্থনৈতিক স্বাধীনতার প্রশ্নটিকে অবহেলা করা হয়। বুর্জোয়া সমাজে অবাধ প্রতিযোগিতা ও অর্থনৈতিক শোষণের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে বাক্ ও মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা, ধর্মীয় স্বাধীনতা, নানাপ্রকার রাজনৈতিক স্বাধীনতা, আইনের দৃষ্টিতে সাম্য ইত্যাদি স্বীকার করা হয়। কিন্তু অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অসাম্য-বৈষম্য এবং শোষণ বলবৎ থাকায় এইসব স্বাধীনতা শূন্যগর্ভ তত্ত্বকথায় পর্যবসিত হয়।

প্রশ্ন ৯। সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় স্বাধীনতার প্রকৃতি আলোচনা কর।

উত্তর। সমাজতান্ত্রিক সমাজে উৎপাদনের উপাদান ও সম্পত্তির ওপর ব্যক্তিগত মালিকানার পরিবর্তে সামাজিক মালিকানা প্রতিষ্ঠিত থাকে বলে সামগ্রিকভাবে সমাজের মধ্যে প্রকৃত স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক স্বাধীনতার সার্থক সমন্বয় ঘটিয়ে মানুষের সর্বাঙ্গীন বিকাশের পথ প্রশস্ত করে। ব্যক্তিগত মালিকানার অবসান ঘটিয়ে, শ্রেণী শোষণ ও সকল প্রকার বৈষম্যের অবসান ঘটিয়ে সমাজতন্ত্র এমন এক আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার সৃষ্টি করে যেখানে স্বাধীনতার প্রকৃত স্বাদ উপলব্ধি করা সম্ভব হয়।

প্রশ্ন ১০। স্বাধীনতা সম্পর্কে মার্কসীয় ধারণাটি ব্যাখ্যা কর।

উত্তর। মার্কসবাদীরা স্বাধীনতার নেতিবাচক ধারণার বিরোধী। স্বাধীনতা নির্ভর করে সমাজের ওপর। শ্রেণীবিভক্ত সমাজে রাষ্ট্র বিত্তবান শ্রেণীর স্বাধীনতা রক্ষার ব্যবস্থা করে। এরূপ সমাজে শোষিত খেটে-খাওয়া মানুষ ব্যক্তিত্ব বিকাশের সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত থাকে। সমাজতান্ত্রিক সমাজে সম্পত্তির ওপর ব্যক্তিগত মালিকানার পরিবর্তে সামাজিক মালিকানা প্রতিষ্ঠিত থাকে বলে সামগ্রিকভাবে সমাজের মধ্যে প্রকৃত স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। মার্কসবাদীরা রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতাকে একই সূত্রে গ্রথিত বলে মনে করেন।

প্রশ্ন ১১। আইন ও স্বাধীনতার মধ্যে সম্পর্ক কী?

উত্তর। আত্মবিকাশের উপযোগী পরিবেশকে স্বাধীনতা বলে। রাষ্ট্র আইনের মাধ্যমে এই ধরনের পরিবেশকে বজায় রাখে। সুতরাং আইন স্বাধীনতার পরিপন্থী নয়, বরং

পরিপূরক। তবে রাষ্ট্রীয় আইন ব্যক্তিত্ব বিকাশের পরিপন্থী হলে, তখন তা স্বাধীনতার পরিপন্থী হয়ে ওঠে।

প্রশ্ন ১২। সাম্যের মূলকথা কী? *[C.U. '89]*

উত্তর। রাষ্ট্রবিজ্ঞানে সাম্য বলতে ব্যবহারের অভিন্নতা বোঝায় না। অধ্যাপক ল্যাস্কির মতে, সাম্য বলতে বোঝায়—(ক) বিশেষ সুযোগ-সুবিধার অনুপস্থিতি এবং (খ) সকলের জন্য উপযুক্ত সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করা।

প্রশ্ন ১৩। সাম্যের ধারণার চারটি বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ কর। *[C.U. '90]*

উত্তর। সাম্যের বৈশিষ্ট্যগুলি হল ঃ (১) সকলের জন্য উপযুক্ত সুযোগ-সুবিধা, (২) বিশেষ সুযোগ-সুবিধার অনুপস্থিতি, (৩) রাষ্ট্রের বৈষম্যহীন আচরণ, (৪) মার্কসবাদীদের মতে, সমাজে বৈষম্য সৃষ্টির মূল কারণ হিসাবে ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও শ্রেণীবিভাগের অবসান।

প্রশ্ন ১৪। সাম্য কয় প্রকার এবং কী কী?

[C.U. '48, '85, '91, '92 ; V.U. '89]

উত্তর। সাধারণভাবে সাম্যকে তিনভাগে ভাগ করা যায় ঃ (১) স্বাভাবিক সাম্য, (২) সামাজিক সাম্য এবং (৩) আইনগত সাম্য। আইনগত সাম্যের আবার তিনটি রূপ ঃ (ক) ব্যক্তিগত সাম্য, (খ) রাজনৈতিক সাম্য এবং (গ) অর্থনৈতিক সাম্য।

প্রশ্ন ১৫। আইনগত সাম্য কাকে বলে?

উত্তর। আইনগত সাম্য বলতে বোঝায় আইনের দৃষ্টিতে সকলে সমান এবং আইন সকলের প্রতি সমানভাবে প্রযোজ্য। আইনগত সাম্য বলতে আইন কর্তৃক সমানভাবে সংরক্ষিত হবার অধিকারকেও বোঝায়। অর্থাৎ রাষ্ট্রের সকল নাগরিক আইনগত সমান সুযোগ-সুবিধা ও অধিকার ভোগ করতে পারবে।

প্রশ্ন ১৬। পুঁজিবাদী সমাজে সাম্যের প্রকৃতি আলোচনা কর।

উত্তর। পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থায় যে সাম্যের কথা বলা হয় তা সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সাম্য। এখানে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সাম্যের বিষয়টি উপেক্ষিত থাকে। উদারনৈতিক গণতন্ত্র এই সামাজিক ও রাজনৈতিক সাম্যের ভিত্তিতেই প্রতিষ্ঠিত। বাস্তবিকপক্ষে পুঁজিবাদী সমাজে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সাম্য না থাকার জন্য অন্যান্য ক্ষেত্রে সাম্য অর্থহীন হয়ে পড়ে।

প্রশ্ন ১৭। সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় সাম্যের প্রকৃতি আলোচনা কর।

অথবা,

সাম্য সম্পর্কে মার্কসীয় ধারণাটি ব্যাখ্যা কর।

উত্তর। মার্কসবাদীদের মতে, প্রকৃত সাম্য প্রতিষ্ঠা করতে গেলে সমাজে বৈষম্য সৃষ্টির যেটি মূল কারণ সেটিকে উৎখাত করতে হবে। তাঁদের মতে সমাজে বৈষম্য সৃষ্টির মূলে রয়েছে ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও শোষণ। সুতরাং এ দুটির অবসানের ওপর নির্ভর করছে প্রকৃত সাম্য নীতির রূপায়ণ। লেনিন বলেছেন, "There can be no real, actual equality until all possibility of exploitation of one class by another has been totally destroyed." তাই সমাজতান্ত্রিক সমাজে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সাম্যের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। এখানে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রের সমান সুযোগ সুবিধা লাভের সুযোগ থাকে বলে প্রত্যেকের ব্যক্তিত্ব বিকাশের সুযোগও থাকে।

প্রশ্ন ১৮। একটি উদাহরণ দিয়ে দেখাও কখন সাম্যের নীতি স্বাধীনতার নীতির পরিপন্থী হতে পারে? *[C.U. 1987]*

উত্তর। স্বাধীনতা বলতে যখন ব্যক্তির ধন-সম্পদ ভোগের সীমাহীন অধিকারকে বোঝানো হয়, তখন সাম্য নীতি স্বাধীনতার পরিপন্থী হয়ে ওঠে। কারণ সেক্ষেত্রে সাম্য নীতির প্রতিষ্ঠা বিত্তবানদের স্বাধীনতার ওপর বাধা-নিষেধ আরোপ করবে। এই কারণেই লর্ড এ্যাক্টন মন্তব্য করেন, সাম্য প্রতিষ্ঠার আগ্রহ স্বাধীনতার আশাকে নির্মূল করে দেয় ("The passion for equality makes vain the hope for freedom.")।

প্রশ্ন ১৯। অর্থনৈতিক সাম্য বলতে কী বোঝায়? *[C.U. '95 ; T.U. '92]*

উত্তর। অর্থনৈতিক সাম্য বলতে আয় ও সঞ্চয়ের ক্ষেত্রে বৈষম্যের অভাবকে বোঝায়। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য, অর্থনৈতিক সাম্য বলতে সম্পত্তি অর্জনের ক্ষেত্রে সমানাধিকারকে বোঝায় না। কারণ এরূপ অধিকার সমাজে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সাম্য প্রতিষ্ঠার পরিবর্তে অসাম্যকেই ডেকে আনে। তাই ল্যাস্কি (Laski) সকলের সমপরিমাণ সম্পদ (equal wealth) রাখার অধিকারের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

প্রশ্ন ২০। সামাজিক সাম্য বলতে কী বোঝায়? *[T.U. 1993]*

উত্তর। সামাজিক সাম্য বলতে সামাজিক ক্ষেত্রে মানুষের সঙ্গে মানুষের সমতাকে বোঝায়? যখন জাতি, ধর্ম, বর্ণ, বংশ-মর্যাদা, অর্থ, প্রভাব-প্রতিপত্তির ভিত্তিতে মানুষের সঙ্গে মানুষের পার্থক্য নিরূপণ করা হয় না, তখনই তাকে সামাজিক সাম্য আখ্যা দেওয়া হয়। বার্কার সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সমতা প্রতিষ্ঠাকে সামাজিক সাম্য বলে অভিহিত করেছেন।

প্রশ্ন ২১। রাজনৈতিক সাম্য বলতে কী বোঝায়?

উত্তর। রাজনৈতিক সাম্য বলতে রাজনৈতিক অধিকার ভোগের ক্ষেত্রে সমানাধিকারকে বোঝায়। জাতি, ধর্ম, বর্ণ, বংশ-মর্যাদা, অর্থ, প্রভাব-প্রতিপত্তি, স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলের সরকার গঠন, নির্বাচনে অংশগ্রহণ, সরকারকে সমালোচনা, সরকারী চাকরি লাভের সমান অধিকারকে রাজনৈতিক সাম্য বলে। উদারনৈতিক গণতন্ত্রে রাজনৈতিক সাম্যের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

প্রশ্ন ২২। বুর্জোয়া গণতন্ত্র সম্পর্কে লেনিনের মতবাদ আলোচনা কর। *[T.U. '93]*

উত্তর। বুর্জোয়া গণতন্ত্রে অর্থনৈতিক অধিকারকে উপেক্ষা করা হয় বলে লেনিন বুর্জোয়া গণতন্ত্রকে মিথ্যা গণতন্ত্র বলে সমালোচনা করেন। তবে তিনি বুর্জোয়া গণতন্ত্রের সমালোচনা করলেও শ্রমিকশ্রেণীর শোষণমুক্তির সংগ্রামে গণতন্ত্রের অপরিসীম গুরুত্বের কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন, বুর্জোয়া গণতন্ত্রে সীমিত নাগরিক অধিকারের মাধ্যমে সর্বহারা শ্রেণী শোষণের বিরুদ্ধে এবং ব্যাপক গণতান্ত্রিক অধিকারের জন্য বৈপ্লবিক আন্দোলনে আত্মনিয়োগ করতে পারে।

প্রশ্ন ২৩। স্বাধীনতা ও সাম্যের মধ্যে সম্পর্ক আলোচনা কর।

উত্তর। স্বাধীনতা ও সাম্য একে অপরের পরিপূরক। স্বাধীনতা বলতে বোঝায় মানুষের ব্যক্তিত্ব বিকাশের উপযোগী পরিবেশ। আর এই পরিবেশ কেবলমাত্র সকলের সমানাধিকারের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। অর্থনৈতিক ও সামাজিক বৈষম্যের চোরাবালির ওপর স্বাধীনতার সৌধ নির্মাণ করা যায় না।